দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 NOV 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ৭ ...

6

37

মেধাবী ছাত্রদের অভিমত

ক্লাসে শিক্ষকরা যত্নবান হলে প্রাইভেট না পড়লেও চলে

।। রুকুনউদ্দৌলাহ্ ও মানিকসাহা ।।

যশোর বোর্ডের এ বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে যারা মেধা তালিকায় ওপরের দিকে জায়গা করে নিয়েছে তাদের মধ্যে দু'জনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ভাল রেজাল্টের জন্যে প্রাইভেট পড়া দরকার কি না?

এ প্রশ্নের জবাবে তারা বলেছে, ক্লাসের পড়া ভাল রেজাল্টের জন্যে যথেষ্ট নয়। ভাল রেজাল্টের জন্যে প্রয়োজন রুটিনমাফিক পড়া, ভাল নোট, উত্তর লেখার উপস্থাপনা এবং প্রাইভেট শিক্ষক থাকলে খুবই ভাল। তবে এই মেধাবী ছাত্রদ্বয় বলেছেন যদি ক্লাসে শিক্ষকেরা যত্নবান এবং ছাত্র-ছাত্রীরা সত্যিই মনোযোগী হয় তা হলে প্রাইভেট না পড়লেও চলে। তারা আরো বলেছে শুধু মুখ বুজে গড়গড় করে ঘন্টার পর ঘন্টা পড়লে চলবে না। অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাস থাকতেহবে।

তারা দু'জনেই ছাত্র রাজনীতির ঘোর বিরোধী। তাদের বক্তব্য- এদের সামনে কোন আদর্শ নেই; সবাই হুজুগে মেতে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। আর তাই সন্ত্রাস বাড়ছে, বাড়ছে সেশন জট।

দেবাশীষ কুমার পাল

মেধা তালিকায় শীর্ষস্থানটি দখল করেছে বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ছাত্র দেবাশীষ কুমার পাল। চাকরিজীবী পিতার ২ ছেলে ১ মেয়ের মধ্যে সে বড়। নবম শ্রেণী পর্যন্ত তার

মেধাবী ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৩

মেধাবী ঃ ছাত্রদের অভিমত

(১ম পাতার পর)

রেজাল্ট খুব একটা ভাল ছিল না। তবে টেস্ট পরীক্ষার পর থেকে সে আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে লেখাপড়া করতে থাকে। প্রতিদিন সে রুটিন মাফিক ৮ ঘন্টা করে পড়ত।

দেবাশীষের বাবা আনন্দকুমার পাল খুলনা জিপিও'র একজন সাধারণ টেকনিশিয়ান। মা লতিকা রাণী পাল একজন গৃহবধূ। নুন আনতে পান্তা ফুরায়— এমন সংসারে বাবা অনেক কষ্টে ছেলেকে ক্যাডেট কলেজে খরচের যোগান দেন। প্রাচুর্য বলতে যা বোঝায় তার স্বাদ দেবাশীষ কখনও পায়নি। পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে সাধারণ ঘরের সন্তানরাও ভাল ফল করতে পারে। ছেলের এই রেজাল্টে পরিবারের সবাই খুব খুশী। তার সখ বই পড়া। ভবিষ্যতে সে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়বে। তার মতে ভাল রেজাল্টের জন্যে আত্মপ্রত্যয়, ভাল নোট, উত্তর লেখার উপস্থাপনা ভাল হতে হবে। সে ছাত্র রাজনীতির ঘোর বিরোধী।

দেবাশীষ জানায়, ক্লাসের বইয়ের পাশাপাশি সে গল্প, উপন্যাস পড়ে সময় কাটিয়েছে। বিশেষ করে হুমায়ূন আহমেদ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার-এর বই পড়তে ভালবাসে। পড়াশুনা ছাড়াও সে দু'শ' ও চারশ' মিটার দৌড়, লংজাম্প, ফুটবল এবং ভলিবল খেলায় পারদর্শী এবং গতবছর বরিশাল ক্যাডেট কলেজে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

প্রথম হবার খবরটি শোনামাত্র গোটা বাড়ির পরিবেশ পাল্টে যায়। বাড়িতে বেজে ওঠে ঘন্টা, শুরু হয় পূজা-অর্চনা।

দেবাশীষের আদি বাড়ি রূপসার নৈহাটি গ্রামে। তার বাবা দোচালা একটি টিনের ঘর ভাড়া করে খুলনা শহরে কোনমতে মাথা গুঁজে আছে।

যশোর বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকারী মোহাম্মদ মওদুদ হাসান তার বাবা-মায়ের সঙ্গে। —সংবাদ

এহসানুল হক অনি

মেধা তালিকার দ্বিতীয় স্থানটি ছিনিয়ে নিয়েছে এহসানুল হক অনি। সে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র। সড়ক ও জনপথ বিভাগের কুষ্টিয়ার নির্বাহী প্রকৌশলী আমিনুল হক ও গৃহিণী স্ত্রী নার্গিস হকের ২ মেয়ে ২ ছেলের মধ্যে মেঝ এহসানুল হক ভবিষ্যতে মহাকাশ বিজ্ঞানী (এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার) হতে আগ্রহী। গড়ে সে ৬/৭ ঘন্টা পড়তো। আশাতীত রেজাল্ট হওয়ায় সে খুশী। কিন্তু তার মা নার্গিস হক খুশী নন। তিনি চেয়েছিলেন ছেলে প্রথমই হবে।

আগাগোড়া ভাল ছাত্র অনি প্রাইভেট পড়া সমর্থন করেছে। সে অংক ও ভূগোল বিষয়ে প্রাইভেট পড়তো। তার সখ বই পড়া। হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস ও রবীন্দ্র সঙ্গীত তার ভাল লাগে।

দেশের ছাত্র রাজনীতির প্রতি তার দারুণ বিতৃষ্ণা। কারণ অব্যাহত সন্ত্রাস ও সেশন জট। তার মতে যারা ছাত্র রাজনীতি করে, তাদের সামনে কোন আদর্শ নেই। এরা হুজুগের পিছনে ছুটে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে।

অনি বলেছে, বাবা-মা ও শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা তাকে ভাল ফল করতে উৎসাহ যুগিয়েছে। তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব বাবা-মা। তার আদি বাড়ি মাগুরা জেলার ভায়না গ্রামে।

মওদুদ হাসান

বরিশাল থেকে মানবেন্দ্র বটব্যাল জানান, যশোর বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্হান লাভকারী মওদুদ হাসান ভবিষ্যতে সেনা-বাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশ সেবা করতে চায়।

বরিশাল ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ মাকসুদ হাসানের পুত্র মওদুদ ক্যাডেট কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে ইংরেজী, গণিত, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান, ইসলাম ধর্ম ও উচ্চতর গণিতে লেটার এবং সার্বিকভাবে স্টার নম্বরসহ সর্বমোট ৮৫৭ পেয়েছে।

সাধারণ বিজ্ঞানের ছাত্র মওদুদ গড়পড়তা প্রতিদিন ছয় ঘন্টা পড়াশুনা করতো। সে কোনদিনই প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়েনি। আর তার পিতার পক্ষেও টিউটরের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়নি। 'পিতা-মাতার দু'সন্তানের মধ্যে মওদুদ ছোট। বড়ভাই এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। মা রেহানা হাসান একজন গৃহিণী। মওদুদের বাড়ি ঢাকা জেলার কেরানিগঞ্জ উপজেলার ধলেশ্বর গ্রামে। মা'র প্রেরণাই তাকে ভাল রেজাল্ট করতে উৎসাহ যুগিয়েছে। অবসর সময়ে মওদুদ বিজ্ঞানের গবেষণা, ছবি আঁকা ও কবিতা পড়তো।

যশোর বোর্ডের সমাজ বিজ্ঞানের মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী মোঃ ইব্রাহিম খলিল। —সংবাদ